এডুকেশন ইউএসএ বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের দিচ্ছে জরুরি তথ্য

ওহাইও সংবাদ

বাংলাদেশ থেকে যারা যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে আসতে চান, তাদের এখানে আসার আগে এবং বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করার আগে আগাম তথ্য জেনে নিলে অনেক উপকার হতে পারে। কারণ যারা গ্র্যাজুয়েশন লেভেল কিংবা পিএইচডি লেভেলসহ বিভিন্ন পর্যায়ে পড়তে আসেন, তারা অনেক তথ্য নিজেরাই সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেলে যারা পড়তে আসেন, তাদের অনেকের পক্ষেই যথাযথ ও নিজের প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য বের করা কঠিন হয়ে যায়। এ কারণে তারা ভালো সুযোগ থাকার কথাও সব সময় জানতে পারেন না। কিন্তু একটু আগ্রহী হলে ও সুপরিকল্পিতভাবে পরিকল্পনা করলে অনেক তথ্য জানা সম্ভব। তথ্য জানা থাকলে সিদ্ধান্ত নিতেও সুবিধা হয়। পাশাপাশি কলেজ বাছাই করা, স্কলারশিপ লাভসহ বিভিন্ন ধরনের তথ্য একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতে লেখাপড়া করার ক্ষেত্রে অনেক সহায়ক হতে পারে। এসব তথ্য পাওয়ার জন্য কোনো ফি দিতে হয় না। বিনা মূল্যে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্টদের জন্য।

বাংলাদেশে থেকে যে কটি দেশে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য যান, এর মধ্যে তাদের পছন্দের তালিকায় উল্লেখযোগ্য অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। অনেক সময় সঠিক তথ্য না জানার কারণে অনেকেই ইচ্ছে থাকলেও স্কলারশিপ নিয়ে আসার উপায় বের করতে পারেন না। যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যাওয়ার জন্য এডুকেশনইউএসএর বিভিন্ন সহায়ক প্রোগ্রাম রয়েছে, এর মাধ্যমে তথ্য পাওয়া সম্ভব।

এডুকেশন ইউএসএ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের শিক্ষাবিষয়ক একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক, যার অধীনে ৪৩০টিরও বেশি পরামর্শকেন্দ্রের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরকার আমেরিকায় অধ্যয়ন করার বিষয়ে সঠিক, সর্বশেষ এবং বিস্তারিত তথ্য দিয়ে থাকে। এডুকেশনইউএসএ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত পরামর্শ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নের সুযোগ সম্পর্কিত তথ্য বিনা মূল্যে প্রদান করে। আমেরিকান শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষিত পরামর্শক/উপদেষ্টারা ভার্চুয়াল এবং ব্যক্তিগত তথ্য অধিবেশনের আয়োজন করে থাকেন এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিনা মূল্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও দলভিত্তিক পরামর্শ সেবা দিয়ে থাকেন। এর মধ্যে রয়েছে আমেরিকান সেন্টার, যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস, ঢাকা; এডওয়ার্ড এম কেনেডি (ইএমকে) সেন্টার ফর পাবলিক সার্ভিস অ্যান্ড দ্য আর্টস, ধানমন্ডি, ঢাকা; আমেরিকান কর্নার খুলনা (নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি, খুলনা, শিববাড়ী মোড়, খুলনা); আমেরিকান কর্নার সিলেট (সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, শামীমাবাদ, বাগবাড়ী, সিলেট); আমেরিকান কর্নার রাজশাহী (বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাড়ি ৫৩২, জাহাঙ্গীর সরণি, তালাইমারী, রাজশাহী) এবং আমেরিকান কর্নার চট্টগ্রাম (বর্তমানে একজন এডুকেশনইউএসএ অ্যাডভাইজরের মাধ্যমে ভার্চুয়াল পরামর্শ সহায়তা দিচ্ছে)।

এ ছাড়া ওপেন ডোরস হলো যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত বা শিক্ষাদানকারী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক এবং আমেরিকান শিক্ষার্থী যারা বিদেশে তাদের নিজ দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্রেডিট অর্জন করার জন্য অধ্যয়নরত, তাদের বিস্তারিত তথ্যভান্ডার। প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো এবং ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন ইনস্টিটিউট

(বাকী অংশ ১৮ নং পৃ: দেখুন)

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন
কৃতি শিক্ষার্থী ও গুণীজন সংবর্ধনা

ওহাইও সংবাদ

গত ২৭ ডিসেম্বর ব্রংক্সের গোল্ডেন প্যালেস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের কৃতি ছাত্রছাত্রী ও গুণীজন সংবর্ধনা। নিউইয়র্কের পাঁচ বরোর বিভিন্ন স্কুলে অসামান্য কৃতিত্ব অর্জনকারী প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ এবং কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরী এবং স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক সালমা সুমীর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেয়া পাঁচ বছর বয়সী আদিল উদ্দিনের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সূচনা বক্তব্য রাখেন প্রচার সম্পাদক ও আয়োজন কমিটির সদস্য সচিব সোহেল আহমেদ। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কার্যকরী কমিটির সদস্য ও আয়োজন কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ রনি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা সিডিপ্যাপ ও আলেগ্রা হোম কেয়ার ইনকের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ। গেস্ট অব অনার ছিলেন মামুন টিউটোরিয়ালের সিইও শেখ আল মামুন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের অধ্যাপক ও সাবেক ডীন ড. মহসিন পাটোয়ারী, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ এন মজুমদার, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু, বাংলা বাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকি, ভিভিড মর্গেজ ইনকের সিইও টিকভা হোপ সেকেজি, প্রয়াত কামাল আহমেদের কন্যা কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট রোমানা আহমেদ।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ২১ জন কমিউনিটি এক্টিভিষ্টকে সম্মানসূচক এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এওয়ার্ডপ্রাপ্তরা হলেন আবু জাফর মাহমুদ, আবু তাহের, ফারমিস আক্তার, এমডি জাবেদ

(বাকী অংশ ১৮ নং পৃ: দেখুন)

প্রফেসর সুলতানা এন. নাহার মুকুটে আরও একটি সাফল্যের পালক

ওহাইও সংবাদ

বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী, ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অব এস্ট্রোনমী এর প্রফেসর সুলতানা এন. নাহার এর মুকুটে আরও একটি সাফল্যের পালক সংযোজিত হয়েছে। ইউনেস্কো এর দি ওয়ার্ল্ড একাডেমী অব সায়েন্স (TWAS) ২০২৩ এর পহেলা জানুয়ারি থেকে পদার্থ বিজ্ঞান ক্যাটাগরিতে প্রফেসর নাহারকে ফেলো সম্মানে ভূষিত করেছে।

উল্লেখ্য যে, এ বছর সমগ্র বিশ্ব থেকে ৫০ জনের মধ্যে আমেরিকা থেকে শুধু মাত্র তিন জন এই সম্মানে ভূষিত হয়েছে। এর মধ্যে এমআইটি থেকে একজন, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোরনিয়া সানফ্রান্সিসকো থেকে একজন ও ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের গর্ব প্রফেসর সুলতানা এন. নাহার এই ফেলো সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ওহাইও এর বাংলাদেশী কমিউনিটি ও ওহাইও সংবাদ পরিবারের পক্ষ থেকে প্রফেসর সুলতানা এন. নাহারকে আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ।

বাংলাদেশী আমেরিকান ফোরাম অফ ওহাইও এর আত্মপ্রকাশ

ওহাইও সংবাদ

২০২৩ ইংরেজি বছরের শুরুতেই ওহাইওতে বাংলাদেশীদের নতুন একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করল। বাংলাদেশি আমেরিকান ফোরাম অফ ওহাইও নামের এই সংগঠনটি খুব শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ সংগঠনের রূপরেখা, কার্যক্রম, সাংগঠনিক গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন

(বাকী অংশ ১৮ নং পৃ: দেখুন)

যুক্তরাষ্ট্রে ফার্মেসিতে গর্ভপাত পিল বিক্রির অনুমতি

ওহাইও সংবাদ : ফার্মেসিগুলোতে গর্ভপাতের বড়ি বিক্রির অনুমতি দিল যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ)। এর ফলে প্রথমবারের মতো গর্ভপাতের ওষুধ বিক্রি করতে পারবে ফার্মেসিগুলো। গত বছরের জুনে 'রো অ্যান্ড ওয়েড' মামলায় ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে ৫০ বছরের পুরোনো গর্ভপাতের সাংবিধানিক সুরক্ষাবিষয়ক আইন বাতিল করে দেন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিমকোর্ট। এ প্রসঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি স্যামুয়েল আলিটোর নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ বলেন, '১৯৭৩ সালের মহিলাদের গর্ভপাতের অধিকার দেয়াটা ছিল বড় ভুল।' ওই রায়ের পর যুক্তরাষ্ট্রের আরও অর্ধেক রাজ্য গর্ভপাত নিষিদ্ধ করার কথা ভাবছে। শুধু তাই নয়, গর্ভপাত নিরোধক ওষুধ বা বড়িও নিষিদ্ধ করতে চাইছে।

নিউইয়র্কের ৭৯ স্কুলে মুসলিমদের জন্য মিলছে 'হালাল খাবার'

ওহাইও সংবাদ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের স্কুলগুলোতে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য হালাল খাবারের ব্যবস্থা এতদিন অনেকটাই কম ছিল। তবে এই খাতে সম্প্রতি নিউইয়র্কের সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস ও সিটি স্কুলের চ্যান্সেলর ডেভিড সি ব্যাঙ্কস ৫০ মিলিয়ন ডলার মূলধন বিনিয়োগের ঘোষণা দেন। এর মাধ্যমে শহরের ৭৯টি স্কুলের মধ্যাহ্নভোজে হালাল খাবার সরবরাহ করা হবে।

'ক্যাফেটেরিয়া এনহ্যান্সমেন্ট এক্সপেরিয়েন্স' প্রোগ্রামের আওতায় এই মূলধন বিনিয়োগের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। নিউ ইয়র্কের ইসলামিক লিডারশিপ কাউন্সিলকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়।

শহরের কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস এই সিদ্ধান্তের জন্য মেয়র অফিস এবং সিটি কাউন্সিলের প্রশংসা করেছে। নাগরিক অধিকার সংস্থাটি শহরের বাজেটে হালাল খাবারের সরবরাহ বৃদ্ধিকে একটি ধারাবাহিক কর্মসূচিতে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছে। 'ক্যাফেটেরিয়া এনহ্যান্সমেন্ট এক্সপেরিয়েন্স' এর প্রধান দুটি বিষয় হলো, খাবার বিতরণের পদ্ধতি উন্নতি করা, অর্থাৎ খাবার নেওয়ার সময় দীর্ঘ লাইন যেন না দিতে হয় সেই ব্যবস্থা করা। অন্যটি হলো, বিকল্প খাবারের ব্যবস্থা থাকা, অর্থাৎ হালাল খাবারের সরবরাহ বৃদ্ধি করা।

বর্তমানে নিউ ইয়র্কের ৭৯টি স্কুলে হালাল খাবার মিলছে। এছাড়া যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এতে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। হালাল খাবারে সাধারণত 'এইচ' অক্ষর দিয়ে লেভেল করা থাকে, যার অর্থ এই খাবার ইমামরা পরীক্ষা করেছেন এবং এর মধ্যে হারাম কোনো মিশ্রণ নেই।

হিলক্রেস্ট হাই স্কুল নিউ ইয়র্কের হালাল সার্টিফায়েড একটি স্কুল। এর সামনে থেকে নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের মুসলিম লিয়াজন মোহাম্মদ বাহে বলেন, 'এখানকার ক্যাফেটেরিয়ায় প্রায় সব খাবারই হালাল। এমনটি আগে ছিল না।'

তিনি বলেন, 'ইনশাআল্লাহ নিউ ইয়র্ক সিটির প্রত্যেক মুসলিম শিক্ষার্থী তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী খাবার খুঁজে পাবে। তারা ভালো কিছু এবং হালাল খাবার খেতে পারবে ও পড়ালেখায় মন দিতে পারবে। এখন যা ঘটছে তা নিয়ে আমরা খুব খুশি। সদর ঘোষণাটিতে মেয়র নিজেই সমর্থন জানিয়েছেন। এটি খাবারের অপশন পাইনি। সবসময় হয় ক্ষুধার্ত থাকতে হয়েছে, নয়ত সামান্য কোনো খাবার খেতে হয়েছে। মুসলিম শিক্ষার্থীদের হালাল খাবারের অপশনের সিদ্ধান্তের কারণে আমাদের কমিউনিটির জন্য আমি গর্বিত।

তিনি বলেন, নিউইয়র্কের প্রতিটি স্কুলে হালাল খাবার থাকবে যা ইমামদের দ্বারা পরীক্ষিত। এছাড়া প্রত্যেক স্কুলে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যাতে এসব খাবার অন্য খাবারের সঙ্গে না মিশে যায়। আমাদের শিশুরা এখন আর স্কুলে গিয়ে ক্ষুধার্ত থাকবে না ইনশাআল্লাহ। বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনসহ যাদের বদৌলতে এমন সিদ্ধান্ত এসেছে আল্লাহ তাদের পুরস্কৃত করুন।

আইটিভিইউএসএ এর এর সিইও, ইমাম ও এনওয়াইএস চ্যাপ্লেন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, মেয়র এরিক অ্যাডামস এবং ডিওই চ্যান্সেলর ব্যাঙ্কস আজ ঘোষণা করেছেন যে, ক্যাফেটেরিয়া এনহ্যান্সমেন্ট এক্সপেরিয়েন্স সিটি ৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে। এর মধ্যে স্কুলগুলোকে হালাল খাবারের জন্য প্রত্যয়িত করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নিউ ইয়র্কের ইসলামিক লিডারশিপ কাউন্সিলকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তারা এ পর্যন্ত ৭৯টি স্কুলকে সার্টিফাই করেছে। ৭৯টি পাবলিক স্কুল এখন তাদের মুসলিম ছাত্রদের হালাল খাবার অফার করে। মাশাল্লাহ! এটা আমাদের বাচ্চাদের অধিকার, আমাদের বিশ্বাস সব জায়গায় হালাল খাবার থাকবে। আমাদের এখনও আরও কাজ আছে। জুমার নামাজের আজান পরের ধাপ।

প্রসঙ্গত, কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশন্স (সিএআইআর), আইটিভি ইউএস ইন্টারফেইথ সেন্টার অব ইউএসএ এসোসিয়েশন আরও